চতুর্থ অধ্যায়

পাকিস্তানি আমলে বাংলা: ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের মূল কারণ। পশ্চিমাদের নানা বৈষম্যের শিকার হয়ে বাঙালি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে ও একটি জাতীয় আন্দোলনের জন্ম দেয়। এ আন্দোলন সাংস্কৃতিক বিষয়জনিত কারণে সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ◀ *শিখনফল: ১ ও ২*

ক. তমদ্দুন মজলিশ কী? ১

খ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় দাও। ২

গ. এ আন্দোলন কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল? ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়— আলোচনা কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তমদ্দুন মজলিশ ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন।

খ বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক উজ্জ্বল নাম।

বাংলা ভাষার পক্ষে তিনিই প্রথম লড়াইয়ের সূত্রপাত করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে সদস্যদের ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য তিনি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাংলাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি জানান তিনি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয় আন্দোলনটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইঙ্গিতবহ। এ আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে সৃষ্টি হলেও ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে এর সাথে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে শুধু বাংলা ভাষা নয় বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয়। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি নিয়োগ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানসহ অন্যান্য আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের জন্ম দেয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ তথা নানা বৈষম্যের ফলে বাঙালি প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। যার ফলে একটি জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হয়। একটি সাংস্কৃতিক বিষয়জনিত কারণে সৃষ্টি হলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। যা আমাদের ভাষা আন্দোলনকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালির মাঝে জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয় বলে আমি মনে করি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতি তার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে তারা তাদের অধিকার ও চেতনাবোধ সম্পর্কে আরো সচেতন হতে থাকে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। এটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ব্যালট বিপ্লব। এছাড়াও ১৯৫৬ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করলে বাঙালি জাতি তাদের অধিকার আদায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার ও শরীফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে বাংলার ছাত্র সমাজ ব্যাপক আন্দোলন সংঘটন করেন। লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বিখ্যাত ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। তিনি এ ছয়দফায় বাঙালি জাতির মুক্তির পথ নির্দেশনা প্রদান করেন। শুরু হয় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান। আর এ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও ক্ষমতায় বসতে না পারায় বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালিদের মাঝে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। তার চূড়ান্ত রূপ হলো মুক্তিযুদ্ধ।

প্রশ্ন ▶২ ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করেন 'অসমিয়া' ভাষা হবে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা। এ ঘোষণায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে আসামের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। এ প্রস্তাবের বিপক্ষে তারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করে। গঠন করে 'কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদ ১৯ মে, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে হরতালের আহ্বান করে। রাজ্য সরকার এদিন কারফিউ ঘোষণা করে। জনসাধারণ কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি করে। গুলিতে ১১ জন প্রাণ হারায়। উক্ত প্রাণের বিনিময়ে আসামের রাজ্যভাষা অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও স্থান লাভ করে। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

খ. গোলটেবিল বৈঠক বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পাকিস্তানের একজন ব্যক্তির কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি পূর্ব বাংলার যে আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় সে আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক বৈঠকে আমন্ত্রন জানান, ইতিহাসে তা গোলটেবিল বৈঠক নামে খ্যাত।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক সাইমন কমিশন প্রত্যাখ্যান ও নেহেরু রিপোর্টের পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে জিন্নাহর ১৪ দফা দাবি উস্থাপন এবং নেহেরু রিপোর্ট ব্রিটিশ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান, যা ইতিহাসে গোলটেবিল বৈঠক নামে সুপরিচিত। তিনটি পর্যায়ে এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের আসামের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার সাথে পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহর কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দান এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন- উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। মি. জিন্নাহর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার ছাত্র প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং তারা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উস্থাপন করে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এ পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল, ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা আহ্বান করলে এদিন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ১৪৪ ধারা জারি করেন। জনসাধারণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং এক পর্যায়ে মিছিলের ওপর গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে অনেকজন প্রাণ হারায়। উক্ত প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমল প্রসাদ অসমিয়াকে আসামের একমাত্র রাজ্যভাষা ঘোষণা করলে অসমের জনগোষ্ঠী ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ঘোষণা করে। তারা কাছাড় জেলা পরিষদ গঠন করে এবং এ পরিষদ ১৯ মে হরতাল আহ্বান করলে রাজ সরকার সেই দিন কারফিউ ঘোষণা করে। জনসাধারণ কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে একপর্যায়ে পুলিশ গুলি করে এবং ১১ জন প্রাণ হারায়। উক্ত প্রাণের বিনিময়ে আসামের রাজ্যভাষা অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও রাজ্যভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কর্মকাণ্ডের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিদ্যমান।

পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। এ আন্দোলন তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসনবিরোধী স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনের প্রেরণা দেয়।

ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৫২ সালের আন্দোলনের জনগণের সতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তান সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১শে ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহিদ দিবস ঘোষণা করে একই বছর গণপরিষদ পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা এবং পার্লামেন্টে ইংরেজি ছাড়াও উর্দু ও বাংলায় বক্তব্য রাখার বিধান করা হয়। গণপরিষদের এই সিদ্ধান্ত ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং অন্যদিকে বাংলা ভাষায় মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু হয় এবং স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে তা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরীসিম।

প্রশ্ন ▶৩ নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে হিব্রু ভাষাভাষী জনগণের বাস। অনেক সহজ-সরল তাদের জীবন। গ্রামের বিভিন্ন কাজে তাদের অংশগ্রহণ না হলেই নয়। অথচ গ্রামের চেয়ারম্যান তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন, সমস্ত কাজে এক ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতে। তখন নিজেদের ভাষা ব্যবহারের দাবিতে উক্ত জনগোষ্ঠী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ও তার অনুগত লোকজন নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। *◀শিখনফল: ৩*

ক. প্রথম শহিদ মিনারটি কে উদ্বোধন করেছিলেন? ১

খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের গ্রামের চেয়ারম্যানের আচরণের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের কাদের আচরণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আচরণের প্রতিবাদে গণমানুষের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়-বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউরের পিতা।

খ ১৯৫৬ সালের সংবিধান বলতে ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানকে বোঝায়।

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান রচিত হয়। এতে ৬টি তফসিল, ১৩টি অনুচ্ছেদ এবং ২৩৪টি ধারা ছিল। ইসলামি প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। সংসদীয় সরকার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এ সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের দীর্ঘ সময় পর এ সংবিধান প্রণীত হলেও চালু ছিল মাত্র দু বছর। আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে এ সংবিধান বিলুপ্ত হয়।

গ উদ্দীপকের গ্রামের চেয়ারম্যানের আচরণের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের আচরণের মিল পাওয়া যায়।

পাকিস্তান শাসনামলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চায়। এর ফলে পূর্ব

পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ হলেও শাসকগোষ্ঠী তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। উদ্দীপকের গ্রামের চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নদীর পাড়ের হিন্দু ভাষাভাষীদের গ্রামের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু গ্রামের চেয়ারম্যান অন্য একটি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তখন নিজেদের ভাষা ব্যবহারের দাবিতে তারা বিক্ষোভ করলেও চেয়ারম্যান সাহেব তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। এভাবে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয় তালিকা থেকে বাদ দেয়। এছাড়া মুদ্রা ও ডাক টিকিট থেকে ও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ ও মিছিল সমাবেশ হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এ মন্তব্যের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু জিন্নাহ এবং তার অনুচরগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে। এতে প্রামাণিত হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথেই উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের আচরণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত আচরণের অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের ব্যাপারে পাকিস্তানিদের নেতিবাচক আচরণের প্রতিবাদে গণমানুষের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা করার পর থেকেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলার ছাত্রসমাজ। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। তমদ্দুন মজলিশ ভাষা সংক্রান্ত দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন সংগঠিত করে। ছাত্রজনতা ভাষার দাবিতে মিছিল মিটিং করে। ক্রমান্বয়ে অনেক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন এ আন্দোলনে যোগ দেয়। এভাবে এ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

নেতৃস্থানীয় বাঙালি পণ্ডিতগণ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে মত দেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রদের সাথে এ ধর্মঘটে সাধারণ জনতা ও যোগ দেন এবং বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এ বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতার মুখে খাজা নাজিম উদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এখানে আলোচনা সাপেক্ষে দুপক্ষের মধ্যে ৮টি বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ভিত্তিতেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণের প্রতিবাদে গণমানুষ অত্যন্ত জোরালো এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৪ এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ায় তলায়,
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ঘ্রাণ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি
ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি। ◀*শিখনফল: ২*

ক. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় কোন প্রবাসী দুই ব্যক্তির ভূমিকা রয়েছে?

খ. ভাষা আন্দোলনে আব্দুস সালাম কীভাবে শহিদ হলেন?

গ. উদ্দীপকের লাইন কয়টি কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত লাইন কয়টির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালামের ভূমিকা রয়েছে।

খ ভাষা আন্দোলনের আব্দুস সালাম গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যায়।

বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন আব্দুস সালাম। বিক্ষোভ মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালালে আব্দুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস জীবনের সাথে সংগ্রাম করে ৭ এপ্রিল ১৯৫২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গ উদ্দীপকের লাইন কয়টি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হলেও ক্রমে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলন রূপ নেয়। শুধু বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হলেও ১৯৫২ সালে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। ঢাকার কেন্দ্রীয় আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে মাহবুব- উল-আলম চৌধুরীকে আহবায়ক ও চৌধুরী হারুনুর রশিদ এবং এম. এ আজিজকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে চট্টগ্রামে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক চট্টগ্রামের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয় ১৯৫২'র ২১ শে ফেব্রুয়ারি। ঐ দিন ঢাকার ছাত্র হত্যার সংবাদ ২২ ফেব্রুয়ারি পৌঁছলে চট্টগ্রামের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং রাস্তায় নেমে আসে। এ সময় গণপরিষদের সদস্য একে খান জনতার চাপে বলতে বাধ্য হন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে না পারলে তিনি গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করবেন। এ সময় ঢাকার ছাত্র হত্যার সংবাদ শুনে তরুণ সাহিত্যিক এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মাহবুব-আল-আলম চৌধুরী অসুস্থ অবস্থায় লিখলেন তার বিখ্যাত কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। এটিই ভাষা আন্দোলনের ওপর লিখিত প্রথম কবিতা। কবিতাটি ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় লালদীঘি ময়দানের জনসভায় হারুন-অর-রশীদ পাঠ করেন।

ঘ ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উদ্দীপকের লাইনগুলোর তাৎপর্য অনেক।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই চেতনাটি আগুনের ফুলকির মতো যেন জ্বলছে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের সৃষ্টি হয় তা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে। যার চরম পরিণতিতে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ভাষা আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন এবং জাতীয় চেতনার যে আগুনের ফুলকি জ্বালিয়ে দিয়েছিলন, তাদের সেই সংগ্রামের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ। তাই এই লাইনগুলোর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৫ আবিরের বাবা একজন সুশিক্ষিত মানুষ। তিনি আবিরকে উদয়ন স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আবিরের মা তাতে নাখোশ। তিনি চান ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাতে। কেননা বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া ভালো চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আবিরের বাবা তাকে বুঝিয়ে বললেন, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। এ ভাষাতে যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় অন্য ভাষাতে তা কঠিন। এমনকি বাংলা মিডিয়ামে পড়াশুনা করেও মেধাবী হওয়া সম্ভব। ◀*শিখনফল: ২*

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় কত সালে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন আন্দোলনের প্রভাবে আবিরের বাবা আবিরকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলনের সফলতা স্বাধীনতার পথকে সুগম করে" উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হয়।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি, মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস লাভ করে ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন পায় ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী পায় ২টি, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান প্রত্যেকে ১টি করে এবং কম্যুনিস্ট পার্টি পায় ৪টি। মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগের প্রতি চরম অনাস্থাই প্রকাশ পেয়েছে।

গ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে আবিরের বাবা আবিরকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা, ১৯৫০ সালের লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা, ১৯৫২ সালের খাজা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণায় বাঙালি ছাত্র জনতা ও আপামর জনসাধারণ বাংলা ভাষাকে রক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়নে। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুব এর নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে বাঙালি ছাত্র জনতা আন্দোলন সংগঠন করতে থাকে। অবশেষে ভয়াবহতা লক্ষ্য করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ১৪৪ ধারা জারি করে সকল ধরনের মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে যোগ দিতে থাকে। ফলে পুলিশ মিছিলে গুলি বর্ষণ করতে থাকে এবং পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বারসহ অনেক ছাত্র নিহত হয়। মূলত আবিরের বাবা এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে আবিরকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যময় আন্দোলন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের সফলতা আমাদের স্বাধীনতার পথকে সুগম করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়, যার ফলে বাংলাদেশের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে উঠে ফলে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তারা এক ব্যালট বিপ্লব সাধন করেছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। আর পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্যাপকভাবে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের প্রচেষ্টা চালালে বাঙালি জাতি আরো সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করতে থাকে। যার ফলে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন এক সফল রূপ পরিগ্রহ করে। আর পাকিস্তানি শাসকদের নানা ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ঘোষিত হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা যা বাঙালির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে অভিহিত হয়। ফলে বাঙালি জাতি আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ১৯৬৯ সালে সংঘটন করে গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী আমলের পতন ঘটে। আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় বাঙালি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক পেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার সূর্য চিনিয়ে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করার পর বাঙালি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা। আর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ▶৬ দুই বন্ধু মিতা ও রিতা বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথা বলছিল। মিতা বলল, ভাষা আন্দোলনের ফলে দেশে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। অপর বন্ধু রিতা বলল, এই আন্দোলন পাকিস্তানি শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার মহান প্রেরণা জোগায় যা পরবর্তীতে স্বৈরশাসনবিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে রূপ নেয়। ◀*শিখনফল: ২*

ক. জাতিসংঘের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রস্তাব করলে এতে কয়টি দেশ সমর্থন দেয়? ১

খ. ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় কীভাবে? ২

গ. মিতার তথ্যে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে যে ধরনের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, রিতার তথ্যের মূল কথা হলো ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশলাভ করেছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রস্তাব করলে এতে সমর্থন দেয় ২৭টি দেশ।

খ পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপলাভ করে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভরাডুবি ও দীর্ঘ দিনের জমে থাকা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বন্দ্বের রূপ ভয়াবহ আকার পরিগ্রহ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপলাভ করে।

গ মিতার তথ্যে মূলত বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। আর এ বিশ্বাস ভাষা আন্দোলনের পর আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সম্প্রদায় সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি মনে করি, রিতার তথ্যের মূলকথা হলো ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ।

পাকিস্তানে মাত্র ৩.৬% লোকের ভাষা ছিল উর্দু। পক্ষান্তরে ৬৪.০% জনগণের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা বাঙালিরা স্বভাবতই মেনে নিতে চায় নি। এর সাথে তাদের জীবিকার্জনের প্রশ্নও জড়িত ছিল। এমনিতে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই জনসংখ্যাধিক্য বিষয়টি অমান্য করে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়। শাসকদের ভাষা উর্দুকেই তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেওয়ায় বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতিসহ সর্বত্র বাঙালিদেরকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মনসিকতা। তাই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। এ কারণে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাঙালিরা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। আর এর মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। এ চেতনাক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।

এ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতিয়তাবাদের বিকাশ লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ প্রভাত হাওয়ায়ে টেক্সটাইল লিমিটেড নামে তাইওয়ানের একটি কোম্পানিতে চাকরি করছেন। বার্ষিক একটি মিটিং-এ প্রভাত বাংলাতে বক্তৃতা করছেন। এ সময় মালিকপক্ষ বাংলাতে বক্তব্য দিতে নিষেধ করলে প্রভাত বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করবো। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রবল চাপে সে ইংরেজিতে বক্তব্য দিতে বাধ্য হয়। ◀*শিখনফল: ২*

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ কী ছিল? ১

খ. পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল কেন? ২

গ. প্রভাতের মনোভাবে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? উক্ত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মালিকপক্ষের এ ধরনের আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল— এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন।

খ বেশ কয়েকটি কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগের অনেক নেতা মর্মাহত হন। এসব কারণে গড়ে ওঠে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পিপলস ফ্রিডম লীগ, গণআজাদী লীগ, নেজামে ইসলামী খিলাফত-ই-রাব্বানী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি সংগঠন।

গ উদ্দীপকে প্রভাতের মনোভাবে এদেশের ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালের ইতিহাস বাঙালিদের চরম হতাশা এবং বঞ্চনারই ইতিহাস। শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি জাতির ওপর শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতি সত্তাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার জন্য বাঙালিদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হলো। পশ্চিম পাকিস্তান সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিল। তারা এ অঞ্চলের ওপর শোষণ করার কৌশল হিসেবে প্রথমে ভাষার ওপর হামলা করে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ ঘোষণা করেন এদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এতে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র জনতা আপত্তি জানায়। কিন্তু এই নীতি থেকে তারা টলেনি। ১৯৫২ সালে জীবনের বিনিময়ে এদেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বাংলা হয় পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রভাত তার অফিসের মিটিং-এ বাংলায় বক্তৃতা দিলে মালিকপক্ষের কাছে থেকে বাধা আসে। বাংলায় বক্তবা দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয়।

সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রভাবের মনোভাব ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়।

ঘ মালিকপক্ষের এ ধরনের আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উদ্দীপকের মালিকপক্ষের মনোভাবের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার মনোভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা লাভ। আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের ছাত্র জনতা প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থামানোর জন্য তারা ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

জীবনের বিনিময়ে পাওয়া রাষ্ট্রভাষা এদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে প্রভাবিত করে। নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে। তারা বুঝে গিয়েছিল আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া শাসক তাদের অধিকার দেবে না। এর

ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনের মতোই বাঙালি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। বিশ্বের বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মাথা উচুঁ করে দাঁড়ায়।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মালিকপক্ষের আচরণের অনুরূপ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৮ ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার থেকে শুরু হওয়া সাড়া জাগানো ত্রিশ মিনিটের মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ঢল নামে। দেশি-বিদেশি ছাত্র-জনতা সবাই একযোগে এ মিছিলে অংশ নেয়। বাঙালি জাতি সেদিন আধা ঘণ্টার জন্য হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। দুনিয়া কাঁপানো এ ত্রিশ মিনিটের মিছিল থেকে আজকের তরুণ প্রজন্ম নতুন করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে এটাই আশা করছেন সুধীজন।

◀শিখনফল: ২

ক. বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব করা হয় কোথায়? ১
খ. কেন সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন আন্দোলনকে স্মরণ করতে ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি সাড়া জাগানো ত্রিশ মিনিটের মিছিলের আয়োজন করা হয়?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন বাঙালিকে কীভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে? বিস্তারিত লেখো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব করা হয় করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে।

খ খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পর ভাষা আন্দোলনকে নতুন ভাবে সর্বসম্মতিতে শুরু করার জন্য সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।
৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দিনের পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু, এই ঘোষণায় ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩০ মিনিটের মিছিল আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করতে। এই আন্দোলন ছিল মাতৃভাষা রক্ষার জন্য বাঙালিদের সংগ্রাম।
উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ গেটে আয়োজন করা হয় দুনিয়া কাঁপানো ত্রিশ মিনিটের মিছিল। প্রায় ষাট বছর পূর্বে সংঘটিত বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করতে ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি দুনিয়া কাঁপানো ত্রিশ মিনিটের মিছিলের আয়োজন করা হয়।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যে হীনচক্রান্তে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী লিপ্ত হয়েছিল তাকে নস্যাৎ করতে বাংলার দামাল ছেলেরা ভাষার জন্য আন্দোলন করে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলন যেভাবে বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটিয়েছিল।
ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। ১৯৫২ সালের মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের এর রক্তদানের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়– সেই চেতনা থেকেই একুশের প্রতীক ২১ দফা প্রণয়ন করে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এছাড়া ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই একে একে তারা তাদের ন্যায়সংগত দাবি উত্থাপন করে এবং তা আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা উপলব্ধি করে যে, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদেরকে দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে হবে।
সুতরাং, ভাষা আন্দোলনের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিজয় অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶৯ ফিরোজ পরিবারের বড় ছেলে। তার বিয়ে ঠিক হওয়ায় ছোট ভাই-বোনেরা খুশি। তার বাবা বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে এনেছেন। সবাই কার্ড খুব পছন্দ করলেও বাঁধ সাধল ফিরোজ। কারণ কার্ডটি সুন্দর হলেও ইংরেজিতে ছাপানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সে পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কার্ডটি বাংলায় ছাপানোর অনুরোধ করল।

◀শিখনফল: ২

ক. ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর গভর্নর হন কে? ১
খ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রংপুর অঞ্চলের প্রতিবাদ কর্মসূচি কী? ২
গ. ফিরোজের এই ধরনের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে কীরূপ ভূমিকা রেখেছিল? মতামত দাও। ৩
ঘ. ফিরোজের চেতনার মধ্যে যে আন্দোলনের প্রভাব ফুটে উঠেছে সে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল হন খাজা নাজিমুদ্দিন।

খ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রংপুর অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে।
১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জিন্নাহর উর্দু ভাষার পক্ষে দেওয়া বক্তৃতার প্রতিবাদে রংপুরের কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পীরগঞ্জ হাইস্কুল ও বাজারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় গুলিবর্ষণের ফলে যারা নিহত হয়েছিল তাদের জন্যে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিকেলে এক সভা হয়।

গ ফিরোজের এই ধরনের চেতনা ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
বিয়ের কার্ডটি সুন্দর হলেও ইংরেজিতে ছাপানো বিধায় ফিরোজ এটিকে পছন্দ করেনি। ফিরোজ কার্ডটি বাংলায় ছাপানোর অনুরোধ করে। ফিরোজ তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছে। এ বিষয়টি দ্বারা মাতৃভাষার প্রতি ফিরোজের ভালোবাসা, মমত্ববোধ এবং গভীর আগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ফিরোজের মতো এ ধরনের চেতনা পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ শুরু থেকেই তাদের মাতৃভাষার দাবির প্রতি সোচ্চার

ছিল। দাবি উত্থাপনের পরও যখন মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল না তখন বাঙালি জনগোষ্ঠী আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর একতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। উক্ত একতা থেকেই জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয় তাকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল পূর্ব বাংলার জনগণ।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিরত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ঘ ফিরোজের চেতনার মধ্যে যে আন্দোলনের প্রভাব ফুটে উঠেছে সে আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হলো ১৯৪৯ সাল

ফিরোজ তার পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার বিয়ের কার্ডটি বাংলায় ছাপানোর অনুরোধ করলো। ভাষার জন্যে আত্মত্যাগকারীদের চেতনার দ্বারা ফিরোজ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ কজন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু তার দাবি অগ্রাহ্য হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ঐদিন সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন বেগবান হয় ফলে বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মাত্র তিন দিন পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে পুনরায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। সাথে সাথেই ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানায়। এর মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ▶১০ পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি অক্ষরে Shuvo Jonmodin কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠা ডেভিড তার বন্ধুর কাজটিকে সমর্থন করেনি। সে ইংরেজিতে জন্মদিনের প্রচলিত মেসেজে Happy Birthday আশা করেছিল। *◀শিখনফল: ২*

ক. ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন? ১

খ. ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি কেন গঠিত হয়? ২

গ. পলাশের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়? যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।

খ ১৯৪৯ সালে ভাষা সংস্কারের নামে ষড়যন্ত্রস্বরূপ পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয়।

১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এর প্রতিবাদ করেন। পরবর্তীতে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের জাল হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৪৯ সালের মার্চে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করা হয়।

গ উদ্দীপকে পলাশের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা লঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলনের। ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন ব্যাপক রূপলাভ করে। এই আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক সহ আরও অনেকে নিহত হন। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দাবি মেনে নেয়। ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতির পরবর্তী কালের সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা আসে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি Shuvo Jonmodin কথাটি লিখে পাঠায়। এ বিষয়ের মাধ্যমে পলাশের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠে।

ঘ ১৯৫২ সালের কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি তার মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করে। আর এই ভাষা আমাদের কাছে অমৃত সুধার মতো। ফলে আমরা এই ভাষায় কথা বলে থাকি। আমরা আমাদের জীবনের চলার ক্ষেত্রে এই ভাষা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা এ ভাষা ব্যবহার করে থাকি। এ ভাষার মাধ্যমে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। পৃথিবীতে কোনো জাতিকে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালিদের মতো রক্তদান করতে হয়নি। ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা আজ বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাষার চেতনা বিকাশে এক যুগান্তকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে আমাদের এ ভাষাচর্চা করা অত্যন্ত জরুরি।

হ্যাঁ, আমি মনে করি, ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়। ডেভিডের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে ইংরেজি অক্ষরে ইংরেজি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো হবে। তার এই চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়।

যদি আমরা এ ভাষা চর্চা না করে বিদেশি ভাষা চর্চা করি এতে নিজেদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিদেশি ভাষাচর্চা করলে বাংলা ভাষার বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। এতে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক মূল্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। এতে তার বাঙালি চেতনাবোধ নষ্ট হয়ে যায়।

তাই বলা যায় যে, ডেভিডের চিন্তা চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে পুলিশ মিছিলের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। মিছিলকারীর মধ্যে একজন মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস জীবনের সাথে সংগ্রাম করে তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন। মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান, তার নামে স্টেডিয়াম, গ্রাম ইত্যাদি নামকরণ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সম্মান দেখানো হয়।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. ঢাকায় কোথায় প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ভাষা শহিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তার অবদানের স্বীকৃতি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকায় প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে।

খ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবস। যেটি প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।

মূলত ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয় তখন বাংলার ছাত্র সমাজ তার প্রতিবাদ করে। ছাত্ররা তাদের মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে আন্দোলন করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বার, সালামসহ অনেকে নিহত হন। ফলে UNESCO ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল থেকে এ দিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

গ উদ্দীপকে ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ আব্দুস সালাম। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভে অংশ নেন। এ সময় ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালালে আব্দুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন। দেড় মাস ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উদ্দীপকে যে ভাষা শহিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে মিছিলে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুস সালাম ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। আব্দুস সালাম কর্মজীবনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের 'ডিক্টেরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ' বিভাগের পিয়ন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকের ৩৬ বি নং কোয়ার্টারে বাস করতেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। যার প্রতিবাদে বাঙালি ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এতে মিছিলে অংশ নেয়া আব্দুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন। দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহান ভাষা আন্দোলনে আব্দুস সালামের অনবদ্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০০ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে। ফেনী স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে ২০০০ সালে 'ভাষা শহিদ সালাম স্টেডিয়াম' করা হয়। এছাড়া দাগনভূঁইয়া উপজেলা মিলনায়তনকে ২০০৭ সালে 'ভাষা শহিদ সালাম মিলনায়তন' করা হয় এবং তার নিজ গ্রাম লক্ষ্মণপুরের নাম পরিবর্তন করে 'সালাম নগর' রাখা হয়। ভাষা আন্দোলনে শহিদ আব্দুস সালামের মহান আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রেখে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সম্মান দেখানো হয়।

প্রশ্ন ▶ ১২ সাংবাদিক আবু নাসের সাহেব ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে কোনোমতেই একাত্ম নয়। তিনি মনে করেন, যে ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের ইতিহাস জাতি আজও ভুলে যায় নি। ছাত্রদের অন্যতম কাজ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা।

◀ *শিখনফল: ৩*

ক. কে ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু? ১

খ. ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকদের অবদান অবিস্মরণীয়-ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জড়িত ছিল- বিশ্লেষণ করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু খাজা নাজিমুদ্দীন এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ভাষার দাবি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে। তার পরিচালিত তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এর আহবায়ক ছিলেন অধ্যাপক নুরুল হক। 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলনের মুখেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষকগণ ও ভাষার দাবিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

গ আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানি আমলে পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয় তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। এছাড়া মুদ্রা ও ডাকটিটিক থেকেও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা ব্যাপক বিক্ষোভ ও মিছিল সমাবেশ করে। এরপর জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রজনতা মিছিল মিটিং এবং সমাবেশের আয়োজন করে। এ থেকে শুরু করে ভাষা

আন্দোলনের ছাত্ররা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলে। ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা 'সংগ্রাম পরিষদের' মাধ্যমে একত্রিত হয়ে ভাষার দাবিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া ২১ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রম বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ছাত্রজনতা এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভাষার দাবিতে রাজপথে নেমে পড়ে। আর পাকিস্তানি শাসকদের পুলিশের রাইফেলের গুলি তাদের বুক ঝাঝরা করে দেয়। তাদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। তাদের এ রক্তের কালি দিয়েই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়ার ইতিহাস রচিত হয়।

আবু নাছের সাহেব মনে করেন যে, ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এ আন্দোলনে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। এ রক্তঝরা ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেরই ইঙ্গিবহ।

সুতরাং দেখা যায়, আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশপাশি সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ জড়িত ছিল।

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'—পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এমন ঘোষণায় ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকসমাজ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন। 'তমদ্দুন মজলিশ' এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষক হলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক নুরুল হক ভূইঞা প্রমুখ। তাদের পদক্ষেপের ভিত্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপিত হবে একই মর্মে শর্তারোপ করা হয়।

শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী যে শর্ত দেয় তা তারা ভেঙে পুনরায় তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করে। এতে সর্বস্তরের মানুষ দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে। এর প্রেক্ষিতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্ররা তা ভেঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভা আহ্বান করে। এ সভায় ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদসহ সকল শ্রেণির মানুষ যোগ দেন এবং সভাটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ সময় কারাবন্দ্ধ জননেতা শেখ মজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন আহমেদ ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কারা অভ্যন্তরে অনশন পালন করেন। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে শহিদ হন আব্দুস সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখ। তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। পাকিস্তানি বর্বরতা ও শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের পাশাপাশি গণমানুষের আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষা আন্দোলনে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ জড়িত ছিল।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ১৩ আইডিয়াল স্কুলের সামনে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধ ফল বিক্রি করেন। নবম শ্রেণির ছাত্র আশিক কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কত দিন ধরে এখানে ফল বিক্রি করেন? তিনি উত্তর দেন, ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। তারপর থেকে তিনি এখানে মৌসুমি ফল বিক্রি করেন। এরপর তিনি নিজের মনেই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের আন্দোলনের ঘটনা বলতে থাকেন। প্রথমে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবকর্মী সম্মেলন', তারপর 'তমদ্দুন মজলিশ' বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয়। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে বক্তব্য দেন। এরপর গঠিত হয় 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ◀*শিখনফল: ১*

ক. কোন প্রতিষ্ঠান ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে? ১

খ. বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যৌক্তিকতা কী? ২

গ. বৃদ্ধ ফল বিক্রেতা তার বক্তৃতায় যে কয়টি ঘটনার বর্ণনা দিলেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ। ৩

ঘ. রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

খ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ভাষা ছিল বাংলা। আর এ কারণেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যৌক্তিকতা ছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। অন্যদিকে উর্দুভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩.২৭%। সে হিসাবে দেখা যায়, বাংলা ভাষাই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। তাই বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যৌক্তিক দাবি রাখে। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল তার উল্টো।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ব্যাখ্যা করো।

ঘ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶ ১ মি. হুতুমবা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ লাইবেরিয়ার একজন রাজনীতিবিদ। দেশটি ফ্রান্সের উপনিবেশ হওয়ায় সে দেশের অফিসিয়াল ভাষা ফরাসি। মি. হুতুমবা আইন সভায় মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার চাইলে ঔপনিবেশিক শাসকরা তা নাকচ করে দেয়। এতে মি. হুতুমবা খুবই মর্মাহত হন। কিন্তু তার উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও লাইবেরিয়ানদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে তা প্রেরণা জোগায়। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করতে কোন সংগঠন ভূমিকা রাখে? ১

খ. সিলেটের ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মি. হুতুমবার কর্মকাণ্ড বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে যে ব্যক্তির কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ— তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ঔপনিবেশিক শাসকদের নেতিবাচক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব ভাষা আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করতে ইউনেস্কো নামক সংগঠনটি ভূমিকা রাখে।

খ ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীরা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে সিলেটের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন যোবেদা খাতুন চৌধুরী। তার নেতৃত্বে শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, সৈয়দা নাজবুন্নেছা খাতুন, প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নিয়ে পুরুষদের অনুপ্রাণিত করেছেন। সিলেটের অগ্রগামী স্কুলের সালেহা বেগম ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যার প্রতিবাদে কালো পতাকা উত্তোলন করলে তাকে তিন বছরের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এভাবে সিলেটের নারী সমাজ ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে মি. হুতুমবার কর্মকাণ্ড বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ধীরেন্দ্রনাথ শিক্ষা কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পাকিস্তান গণপরিষদের একজন সদস্য ছিলেন কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খুবই মর্মাহত হন। ধীরেন্দ্রনাথের এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও বাঙালিদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

মি. হুতুমবা লাইবেরিয়ার একজন রাজনীতিবিদ। তিনিও আইনসভায় মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার চাইলে উপনিবেশিক শাসকরা তা নাকচ করে দেয়। এতে মি. হুতুমবা খুবই মর্মাহত হন। তবে তার এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও লাইব্রেরিয়ানদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে তা প্রেরণা যোগায়। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

তাই বলা যায়, মি. হুতুমবার কর্মকাণ্ড ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি ঔপনিবেশিক শাসকদের নেতিবাচক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবই ভাষা আন্দোলকে আরো বেগবান করে।

বাঙালিরা পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হয়। এর মধ্যে ভাষার ব্যাপারে ও তারা অত্যন্ত নেতিবাচক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব পোষণ করে। এর ফলে বাংলার ভাষা আন্দোলন বেগবান হয়। উদ্দীপকের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণের প্রথম পর্যায় ছিল মাতৃভাষা বাংলার ওপর আঘাত করা। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা ছিল বাংলা, উর্দু কোনো অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ছিল না। এরপরও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করলে শাসকগোষ্ঠী নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে সারাদেশে ভাষা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্র-শিক্ষক, নারী-পুরুষ তথা সাধারণ জনগণ মিছিল মিটিং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলন দ্রুতগতিতে চালিয়ে নেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লাইব্রেরিয়ার অফিসিয়াল ভাষা ফরাসি। মি. হুতুমবা আইন সভায় মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার চান। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকরা তা নাকচ করে দেয়। ঔপনিবেশিক শাসকদের এ আচরণ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও নেতিবাচক। এ শাসকদের আচরণের ফলে লাইবেরিয়ানরাও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে প্রতীয়মান হয়, ঔপনিবেশিক শাসকদের নেতিবাচক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ফলেই ভাষা আন্দোলন বেগবান হয়।

প্রশ্ন ▶ ২ আবিরের বাবা একজন সুশিক্ষিত মানুষ। তিনি আবিরকে উদয়ন স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আবিরের মা তাতে নাখোশ। তিনি চান ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাতে। কেননা বর্তমানে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া ভালো চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আবিরের বাবা তাকে বুঝিয়ে বললেন, বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। এ ভাষাতে যত সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় অন্য ভাষাতে তা কঠিন। এমনকি বাংলা মিডিয়ামে পড়াশুনা করেও মেধাবী হওয়া সম্ভব। ◀*শিখনফল: ২*

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় কত সালে? ১

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কোন আন্দোলনের প্রভাবে আবিরের বাবা আবিরকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত আন্দোলনের সফলতা স্বাধীনতার পথকে সুগম করে" উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান রাষ্ট্র ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হয়।

খ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি, মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস লাভ করে ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন পায় ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী পায় ২টি, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান প্রত্যেকে ১টি করে এবং কম্যুনিস্ট পার্টি পায় ৪টি। মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগের প্রতি চরম অনাস্থাই প্রকাশ পেয়েছে।

গ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে আবিরের বাবা আবিরকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ লোকের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা এর তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯৪৮ সালের মার্চে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা, ১৯৫০ সালের লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা, ১৯৫২ সালের খাজা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণায় বাঙালি ছাত্র জনতা ও আপামর জনসাধারণ বাংলা ভাষাকে রক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়নে। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুব এর নেতৃত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে বাঙালি ছাত্র জনতা আন্দোলন সংগঠন করতে থাকে। অবশেষে ভয়াবহতা লক্ষ্য করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ১৪৪ ধারা জারি করে সকল ধরনের মিছিল মিটিং নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে যোগ দিতে থাকে। ফলে পুলিশ মিছিলে গুলি বর্ষণ করতে থাকে এবং পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বারসহ অনেক ছাত্র নিহত হয়। মূলত আবিরের বাবা এ আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে আবিরকে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যময় আন্দোলন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের সফলতা আমাদের স্বাধীনতার পথকে সুগম করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়, যার ফলে বাংলাদেশের জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে উঠে ফলে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তারা এক ব্যালট বিপ্লব সাধন করেছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। আর পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্যাপকভাবে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের প্রচেষ্টা চালালে বাঙালি জাতি আরো সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করতে থাকে। যার ফলে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন এক সফল রূপ পরিগ্রহ করে। আর পাকিস্তানি শাসকদের নানা ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালে ঘোষিত হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা যা বাঙালির ম্যাগনাকার্টা হিসেবে অভিহিত হয়। ফলে বাঙালি জাতি আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ১৯৬৯ সালে সংঘটন করে গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী আমলের পতন ঘটে। আর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় বাঙালি জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক পেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার সূর্য চিনিয়ে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করার পর বাঙালি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা। আর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ প্রভাত হাওয়ায়ে টেক্সটাইল লিমিটেড নামে তাইওয়ানের একটি কোম্পানিতে চাকরি করছেন। বার্ষিক একটি মিটিং-এ প্রভাত বাংলাতে বক্তৃতা করছেন। এ সময় মালিকপক্ষ বাংলাতে বক্তব্য দিতে নিষেধ করলে প্রভাত বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করবো। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রবল চাপে সে ইংরেজিতে বক্তব্য দিতে বাধ্য হয়। ◀*শিখনফল: ২*

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ কী ছিল? ১

খ. পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল কেন? ২

গ. প্রভাতের মনোভাবে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? উক্ত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মালিকপক্ষের এ ধরনের আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল— এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন।

খ বেশ কয়েকটি কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগের অনেক নেতা মর্মাহত হন। এসব কারণে গড়ে ওঠে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পিপলস ফ্রিডম লীগ, গণআজাদী লীগ, নেজামে ইসলামী খিলাফত-ই-রাব্বানী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি সংগঠন।

গ উদ্দীপকে প্রভাতের মনোভাবে এদেশের ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালের ইতিহাস বাঙালিদের চরম হতাশা এবং বঞ্চনারই ইতিহাস। শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালি জাতির ওপর শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতি সত্তাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার জন্য বাঙালিদের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হলো। পশ্চিম পাকিস্তান সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিল। তারা এ অঞ্চলের ওপর শোষণ করার কৌশল হিসেবে প্রথমে ভাষার ওপর হামলা করে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ ঘোষণা করেন এদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এতে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র জনতা আপত্তি জানায়। কিন্তু এই নীতি থেকে তারা টলেনি। ১৯৫২ সালে জীবনের বিনিময়ে এদেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বাংলা হয় পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রভাত তার অফিসের মিটিং-এ বাংলায় বক্তৃতা দিলে মালিকপক্ষের কাছে থেকে বাধা আসে। বাংলায় বক্তবা দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে অন্য ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয়।

সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রভাবের মনোভাব ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়।

ঘ মালিকপক্ষের এ ধরনের আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উদ্দীপকের মালিকপক্ষের মনোভাবের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়ার মনোভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা লাভ। আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের ছাত্র জনতা প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থামানোর জন্য তারা ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

জীবনের বিনিময়ে পাওয়া রাষ্ট্রভাষা এদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে প্রভাবিত করে। নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে। তারা বুঝে গিয়েছিল আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া শাসক তাদের অধিকার দেবে না। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনের মতোই বাঙালি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। বিশ্বের বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মাথা উচুঁ করে দাঁড়ায়।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মালিকপক্ষের আচরণের অনুরূপ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি অক্ষরে Shuvo Jonmodin কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠা ডেভিড তার বন্ধুর কাজটিকে সমর্থন করেনি। সে ইংরেজিতে জন্মদিনের প্রচলিত মেসেজে Happy Birthday আশা করেছিল। ◀ *শিখনফল: ২*

ক. ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন? ১

খ. ১৯৪৯ সালের পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি কেন গঠিত হয়? ২

গ. পলাশের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়? যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন।

খ ১৯৪৯ সালে ভাষা সংস্কারের নামে ষড়যন্ত্রস্বরূপ পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠিত হয়।

১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ এর প্রতিবাদ করেন। পরবর্তীতে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের জাল হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৪৯ সালের মার্চে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করা হয়।

গ উদ্দীপকে পলাশের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করে। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬.৪০% মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যা লঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলনের। ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন ব্যাপক রূপলাভ করে। এই আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক সহ আরও অনেকে নিহত হন। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের দাবি মেনে নেয়। ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতির পরবর্তী কালের সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা আসে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি Shuvo Jonmodin কথাটি লিখে পাঠায়। এ বিষয়ের মাধ্যমে পলাশের মানসিকতায় ভাষা আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠে।

ঘ ১৯৫২ সালের কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি তার মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করে। আর এই ভাষা আমাদের কাছে অমৃত সুধার মতো। ফলে আমরা এই ভাষায় কথা বলে থাকি। আমরা আমাদের জীবনের চলার ক্ষেত্রে এই ভাষা ব্যবহার করে থাকি। আমাদের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা এ ভাষা ব্যবহার করে থাকি। এ ভাষার মাধ্যমে আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। পৃথিবীতে কোনো জাতিকে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতিষ্ঠা করতে বাঙালিদের মতো রক্তদান করতে হয়নি। ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের রক্তের

বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা আজ বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাষার চেতনা বিকাশে এক যুগান্তকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে আমাদের এ ভাষাচর্চা করা অত্যন্ত জরুরি।

হ্যাঁ, আমি মনে করি, ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়। ডেভিডের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে ইংরেজি অক্ষরে ইংরেজি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো হবে। তার এই চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়।

যদি আমরা এ ভাষা চর্চা না করে বিদেশি ভাষা চর্চা করি এতে নিজেদের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। বিদেশি ভাষাচর্চা করলে বাংলা ভাষার বিকশিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। এতে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিক মূল্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। এতে তার বাঙালি চেতনাবোধ নষ্ট হয়ে যায়।

তাই বলা যায় যে, ডেভিডের চিন্তা চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়।

প্রশ্ন ▶ ৫ বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন নিয়ে কথা বলছিল দুই বন্ধু। মিতা বলল, ভাষা আন্দোলনের ফলে দেশে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। রিতা বলল, এই আন্দোলন পাকিস্তানি শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার মহান প্রেরণা জোগায় যা পরবর্তীতে স্বৈরশাসনবিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে রূপ নেয়। ◀*শিখনফল: ২*

ক. জাতিসংঘের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রস্তাব করলে এতে কয়টি দেশ সমর্থন দেয়? ১

খ. ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় কীভাবে? ২

গ. মিতার তথ্যে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে যে ধরনের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, রিতার তথ্যের মূল কথা হলো ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশলাভ করেছে? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের অধিবেশনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রস্তাব করলে এতে সমর্থন দেয় ২৭টি দেশ।

খ পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপলাভ করে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভরাডুবি ও দীর্ঘ দিনের জমে থাকা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বন্দ্বের রূপ ভয়াবহ আকার পরিগ্রহ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপলাভ করে।

গ মিতার তথ্যে মূলত বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। আর এ বিশ্বাস ভাষা আন্দোলনের পর আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সম্প্রদায় সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ হ্যাঁ, অবশ্যই আমি মনে করি, রিতার তথ্যের মূলকথা হলো ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ।

পাকিস্তানে মাত্র ৩.৬% লোকের ভাষা ছিল উর্দু। পক্ষান্তরে ৬৪.০% জনগণের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা বাঙালিরা স্বভাবতই মেনে নিতে চায় নি। এর সাথে তাদের জীবিকার্জনের প্রশ্নও জড়িত ছিল। এমনিতে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই জনসংখ্যাধিক্য বিষয়টি অমান্য করে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়। শাসকদের ভাষা উর্দুকেই তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেওয়ায় বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতিসহ সর্বত্র বাঙালিদেরকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মনসিকতা। তাই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। এ কারণে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাঙালিরা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। আর এর মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। এ চেতনাক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে।

এ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতিয়তাবাদের বিকাশ লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার থেকে শুরু হওয়া সাড়া জাগানো ত্রিশ মিনিটের মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ঢল নামে। দেশি-বিদেশি ছাত্র-জনতা সবাই একযোগে এ মিছিলে অংশ নেয়। বাঙালি জাতি সেদিন আধা ঘণ্টার জন্য হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। দুনিয়া কাঁপানো এ ত্রিশ মিনিটের মিছিল থেকে আজকের তরুণ প্রজন্ম নতুন করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে এটাই আশা করছেন সুধীজন। ◀*শিখনফল: ২*

ক. বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব করা হয় কোথায়? ১

খ. কেন সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন আন্দোলনকে স্মরণ করতে ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি সাড়া জাগানো ত্রিশ মিনিটের মিছিলের আয়োজন করা হয়?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলন বাঙালিকে কীভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে? বিস্তারিত লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব করা হয় করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে।

খ খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পর ভাষা আন্দোলনকে নতুন ভাবে সর্বসম্মতিতে শুরু করার জন্য সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দিনের পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু, এই ঘোষণায় ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়। ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ৩০ মিনিটের মিছিল আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করতে। এই আন্দোলন ছিল মাতৃভাষা রক্ষার জন্য বাঙালিদের সংগ্রাম।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ গেটে আয়োজন করা হয় দুনিয়া কাঁপানো ত্রিশ মিনিটের মিছিল। প্রায় ষাট বছর পূর্বে সংঘটিত বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করতে ২০১০ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি দুনিয়া কাঁপানো ত্রিশ মিনিটের মিছিলের আয়োজন করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যে হীনচক্রান্তে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী লিপ্ত হয়েছিল তাকে নস্যাৎ করতে বাংলার দামাল ছেলেরা ভাষার জন্য আন্দোলন করে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলন যেভাবে বাঙালি জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটিয়েছিল।

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনা ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। ১৯৫২ সালের মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের এর রক্তদানের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়– সেই চেতনা থেকেই একুশের প্রতীক ২১ দফা প্রণয়ন করে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এছাড়া ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই একে একে তারা তাদের ন্যায়সংগত দাবি উত্থাপন করে এবং তা আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা উপলব্ধি করে যে, সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদেরকে দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে হবে।

সুতরাং, ভাষা আন্দোলনের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই বাঙালি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিজয় অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶ ৭ ফিরোজ পরিবারের বড় ছেলে। তার বিয়ে ঠিক হওয়ায় ছোট ভাই-বোনেরা খুশি। তার বাবা বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে এনেছেন। সবাই কার্ড খুব পছন্দ করলেও বাঁধ সাধল ফিরোজ। কারণ কার্ডটি সুন্দর হলেও ইংরেজিতে ছাপানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সে পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কার্ডটি বাংলায় ছাপানোর অনুরোধ করল। ◀ *পিথনফল: ২*

ক. ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর গভর্নর হন কে? ১

খ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রংপুর অঞ্চলের প্রতিবাদ কর্মসূচি কী? ২

গ. ফিরোজের এই ধরনের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে কীরূপ ভূমিকা রেখেছিল? মতামত দাও। ৩

ঘ. ফিরোজের চেতনার মধ্যে যে আন্দোলনের প্রভাব ফুটে উঠেছে সে আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল হন খাজা নাজিমুদ্দিন।

খ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রংপুর অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জিন্নাহর উর্দু ভাষার পক্ষে দেওয়া বক্তৃতার প্রতিবাদে রংপুরের কারমাইকেল কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। পীরগঞ্জ হাইস্কুল ও বাজারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় গুলিবর্ষণের ফলে যারা নিহত হয়েছিল তাদের জন্যে শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিকেলে এক সভা হয়।

গ ফিরোজের এই ধরনের চেতনা ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

বিয়ের কার্ডটি সুন্দর হলেও ইংরেজিতে ছাপানো বিধায় ফিরোজ এটিকে পছন্দ করেনি। ফিরোজ কার্ডটি বাংলায় ছাপানোর অনুরোধ করে। ফিরোজ তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছে। এ বিষয়টি দ্বারা মাতৃভাষার প্রতি ফিরোজের ভালোবাসা, মমত্ববোধ এবং গভীর আগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ফিরোজের মতো এ ধরনের চেতনা পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ শুরু থেকেই তাদের মাতৃভাষার দাবির প্রতি সোচ্চার ছিল। দাবি উত্থাপনের পরও যখন মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল না তখন বাঙালি জনগোষ্ঠী আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। এ আন্দোলন ধীরে ধীরে

কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর একতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। উক্ত একতা থেকেই জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয় তাকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন, সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল পূর্ব বাংলার জনগণ।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিরত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ঘ ফিরোজের চেতনার মধ্যে যে আন্দোলনের প্রভাব ফুটে উঠেছে সে আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হলো ১৯৪৯ সাল

ফিরোজ তার পূর্বসূরিদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার বিয়ের কার্ডটি বাংলায় ছাপানোর অনুরোধ করলো। ভাষার জন্যে আত্মত্যাগকারীদের চেতনার দ্বারা ফিরোজ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হকসহ বেশ কজন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু তার দাবি অগ্রাহ্য হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ঐদিন সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন বেগবান হয় ফলে বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মাত্র তিন দিন পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে পুনরায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। সাথে সাথেই ছাত্ররা এর প্রতিবাদ জানায়। এর মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ▶৮ হিব্রু ভাষাভাষী জনগণের বাস নদীর পাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। অনেক সহজ-সরল তাদের জীবন। গ্রামের বিভিন্ন কাজে তাদের অংশগ্রহণ না হলেই নয়। অথচ গ্রামের চেয়ারম্যান তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন, সমস্ত কাজে এক ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতে। তখন নিজেদের ভাষা ব্যবহারের দাবিতে উক্ত জনগোষ্ঠী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ও তার অনুগত লোকজন নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ◀*শিখনফল: ৩*

ক. প্রথম শহিদ মিনারটি কে উদ্বোধন করেছিলেন? ১

খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের গ্রামের চেয়ারম্যানের আচরণের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের কাদের আচরণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আচরণের প্রতিবাদে গণমানুষের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়-বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউরের পিতা।

খ ১৯৫৬ সালের সংবিধান বলতে ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানকে বোঝায়।

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। এ উদ্যোগের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান রচিত হয়। এতে ৬টি তফসিল, ১৩টি অনুচ্ছেদ এবং ২৩৪টি ধারা ছিল। ইসলামি প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। সংসদীয় সরকার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে এ সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের দীর্ঘ সময় পর এ সংবিধান প্রণীত হলেও চালু ছিল মাত্র দু বছর। আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে এ সংবিধান বিলুপ্ত হয়।

গ উদ্দীপকের গ্রামের চেয়ারম্যানের আচরণের সাথে পাকিস্তান শাসনামলের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের আচরণের মিল পাওয়া যায়।

পাকিস্তান শাসনামলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চায়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ হলেও শাসকগোষ্ঠী তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। উদ্দীপকের গ্রামের চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নদীর পাড়ের হিব্রু ভাষাভাষীদের গ্রামের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু গ্রামের চেয়ারম্যান অন্য একটি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। তখন নিজেদের ভাষা ব্যবহারের দাবিতে তারা বিক্ষোভ করলেও চেয়ারম্যান সাহেব তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। এভাবে পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয় তালিকা থেকে বাদ দেয়। এছাড়া মুদ্রা ও ডাক টিকিট থেকে ও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ ও মিছিল সমাবেশ হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এ মন্তব্যের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য স্মারকলিপি পেশ করে। কিন্তু জিন্নাহ এবং তার অনুচরগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে। এতে প্রামাণিত হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথেই উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের আচরণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত আচরণের অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের ব্যাপারে পাকিস্তানিদের নেতিবাচক আচরণের প্রতিবাদে গণমানুষের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা করার পর থেকেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলার ছাত্রসমাজ। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। তমদ্দুন মজলিশ ভাষা সংক্রান্ত দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন সংগঠিত করে। ছাত্রজনতা ভাষার দাবিতে মিছিল মিটিং করে। ক্রমান্বয়ে অনেক অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংগঠন এ আন্দোলনে যোগ দেয়। এভাবে এ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

নেতৃস্থানীয় বাঙালি পণ্ডিতগণ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে মত দেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রদের সাথে এ ধর্মঘটে সাধারণ জনতা ও যোগ দেন এবং বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এ বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতার মুখে খাজা নাজিম উদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এখানে আলোচনা সাপেক্ষে দুপক্ষের মধ্যে ৮টি বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ভিত্তিতেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণের প্রতিবাদে গণমানুষ অত্যন্ত জোরালো এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে পুলিশ মিছিলের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। মিছিলকারীর মধ্যে একজন মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস জীবনের সাথে সংগ্রাম করে তিনি মৃত্যুর কাছে হার মানেন। মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান, তার নামে স্টেডিয়াম, গ্রাম ইত্যাদি নামকরণ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সম্মান দেখানো হয়। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. ঢাকায় কোথায় প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়? ১

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ভাষা শহিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তার অবদানের স্বীকৃতি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঢাকায় প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে।

খ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবস। যেটি প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।

মূলত ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয় তখন বাংলার ছাত্র সমাজ তার প্রতিবাদ করে। ছাত্ররা তাদের মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। তারা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে আন্দোলন করে। মিছিলে পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বার, সালামসহ অনেকে নিহত হন। ফলে UNESCO ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল থেকে এ দিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

গ উদ্দীপকে ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ আব্দুস সালাম। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভে অংশ নেন। এ সময় ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি চালালে আব্দুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন। দেড় মাস ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৭ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

উদ্দীপকে যে ভাষা শহিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে মিছিলে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ আব্দুস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুস সালাম ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। আব্দুস সালাম কর্মজীবনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের 'ডিক্টেরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ' বিভাগের পিয়ন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকের ৩৬ বি নং কোয়ার্টারে বাস করতেন।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। যার প্রতিবাদে বাঙালি ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এতে মিছিলে অংশ নেয়া আব্দুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন। দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহান ভাষা আন্দোলনে আব্দুস সালামের অনবদ্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০০ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে। ফেনী স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে ২০০০ সালে 'ভাষা শহিদ সালাম স্টেডিয়াম' করা হয়। এছাড়া দাগনভূঁইয়া উপজেলা মিলনায়তনকে ২০০৭ সালে 'ভাষা শহিদ সালাম মিলনায়তন' করা হয় এবং তার নিজ গ্রাম লক্ষ্মণপুরের নাম পরিবর্তন করে 'সালাম নগর' রাখা হয়। ভাষা আন্দোলনে শহিদ আব্দুস সালামের মহান আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রেখে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সম্মান দেখানো হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ সাংবাদিক আবু নাসের সাহেব ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে কোনোমতেই একাত্ম নয়। তিনি মনে করেন, যে ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ছাত্ররাই বড় রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের ইতিহাস জাতি আজও ভুলে যায় নি। ছাত্রদের অন্যতম কাজ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা। ◀ *শিখনফল: ৩*

ক. কে ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু? ১

খ. ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকদের অবদান অবিস্মরণীয়- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে যে আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের ছাত্রদের পাশাপাশি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ জড়িত ছিল- বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঘোষণা দেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু খাজা নাজিমুদ্দীন এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

খ ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ভাষার দাবি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আন্দোলন সংগঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে। তার পরিচালিত তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এর আহবায়ক ছিলেন অধ্যাপক নুরুল হক। 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলনের মুখেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য শিক্ষকগণ ও ভাষার দাবিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলনে শিক্ষকদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

গ আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তানি আমলে পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয় তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। এছাড়া মুদ্রা ও ডাকটিটিক থেকেও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা ব্যাপক বিক্ষোভ ও মিছিল সমাবেশ করে। এরপর জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রজনতা মিছিল মিটিং এবং সমাবেশের আয়োজন করে। এ থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের ছাত্ররা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলে। ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা 'সংগ্রাম পরিষদের' মাধ্যমে একত্রিত হয়ে ভাষার দাবিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া ২১ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রম বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ছাত্রজনতা এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভাষার দাবিতে রাজপথে নেমে পড়ে। আর পাকিস্তানি শাসকদের পুলিশের রাইফেলের গুলি তাদের বুক ঝাঝরা করে দেয়। তাদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। তাদের এ রক্তের কালি দিয়েই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাওয়ার ইতিহাস রচিত হয়।

আবু নাছের সাহেব মনে করেন যে, ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে মায়ের মুখের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এ আন্দোলনে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। এ রক্তঝরা ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেরই ইঙ্গিবহ।

সুতরাং দেখা যায়, আবু নাছের সাহেবের বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের পাশপাশি সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ জড়িত ছিল।

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'—পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এমন ঘোষণায় ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকসমাজ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন। 'তমদ্দুন মজলিশ' এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষক হলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক নুরুল হক ভূইঞা প্রমুখ। তাদের পদক্ষেপের ভিত্তিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপিত হবে একই মর্মে শর্তারোপ করা হয়।

শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় শাসকগোষ্ঠী যে শর্ত দেয় তা তারা ভেঙে পুনরায় তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করে। এতে সর্বস্তরের মানুষ দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে। এর প্রেক্ষিতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্ররা তা ভেঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রসভা আহ্বান করে। এ সভায় ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদসহ সকল শ্রেণির মানুষ যোগ দেন এবং সভাটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়। এ সময় কারাবন্দ্ধ জননেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন আহমেদ ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কারা অভ্যন্তরে অনশন পালন করেন। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে শহিদ হন আব্দুস সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখ। তাদের রক্তের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। পাকিস্তানি বর্বরতা ও শোষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের পাশাপাশি গণমানুষের আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ভাষা আন্দোলনে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ জড়িত ছিল।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶১১ আইডিয়াল স্কুলের সামনে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধ ফল বিক্রি করেন। নবম শ্রেণির ছাত্র আশিক কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কত দিন ধরে এখানে ফল বিক্রি করেন? তিনি উত্তর দেন, ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। তারপর থেকে তিনি এখানে মৌসুমি ফল বিক্রি করেন। এরপর তিনি নিজের মনেই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের আন্দোলনের ঘটনা বলতে থাকেন। প্রথমে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবকর্মী সম্মেলন', তারপর 'তমদ্দুন মজলিশ' বাংলা ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয়। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানে বক্তব্য দেন। এরপর গঠিত হয় 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। *◀শিখনফল: ১*

ক. কোন প্রতিষ্ঠান ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে? ১

খ. বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যৌক্তিকতা কী? ২

গ. বৃদ্ধ ফল বিক্রেতা তার বক্তৃতায় যে কয়টি ঘটনার বর্ণনা দিলেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখ। ৩

ঘ. রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মূল বক্তব্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪